প্রথম আলো

তারিখ 26 OCT 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

অতিথিদের সঙ্গে গতকাল সিলেট অঞ্চলের বিতর্ক উৎসবের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের সদস্যরা ● ছবি : প্রথম আলো

বিতর্ক শিক্ষারই একটা অংশ

সুমনকুমার দাশ, সিলেট ●

মুখের জোরে তর্ক করে জীবনে জয়ী হওয়া যায় না। তবে পঠিত যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে অবশ্যই গণমানুষের সমর্থন নিজের অনুকূলে নেওয়া সম্ভব। বিতর্কই পারে একজন ব্যক্তিকে যুক্তিবাদী, বিশ্লেষণমনস্ক ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে। গতকাল শুক্রবার সিলেট অঞ্চলে পেপসোডেন্ট-প্রথম আলো বিতর্ক উৎসবে অতিথিরা এসব কথা বলেন।

যুক্তিতে মুক্তি—এই প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ৩০ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী শুরু হয়েছে পেপসোডেন্ট-প্রথম আলো জাতীয় স্কুল বিতর্ক উৎসব ২০১৩। অঞ্চল পর্যায়ের বিজয়ীদের নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় উৎসব। এরপর দেশসেরা বিতার্কিকদের নিয়ে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হবে জাতীয় বিতর্ক ক্যাম্পের।

নগরের পুলিশ লাইনস উচ্চবিদ্যালয়ে বেলা ১১টায় উৎসব শুরু হয়। উদ্বোধন করেন পুলিশ লাইনস উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শাহ আলম। তিনি বলেন, 'বিতর্ক শিক্ষারই একটা অংশ। এটি চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রেও সাফল্য অর্জন সম্ভব। কারণ, বিতর্কচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।'

প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পর্বে বিজয়ী হয় সিলেটের স্কলার্সহোম। রানার্সআপ হয়েছে সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়। সেরা বিতার্কিক নির্বাচিত হয় রানার্সআপ দলের অর্পিতা মজুমদার।

পুরস্কার বিতরণ পর্বে বিজয়ীদের হাতে মেডেল ও ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। এর আগে এমসি কলেজের সহকারী অধ্যাপক অরুণ চন্দ্র পাল বলেন, 'বিতর্কের মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্ম যুক্তিবাদী হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে।'

সিলেট কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ ড. মোস্তাক আহমাদ দীন বলেন, 'শিক্ষার্থীরা যত বেশি বিতর্কচর্চা করার সুযোগ পাবে, তত বেশি যুক্তিশীল ও মেধাবী হয়ে উঠবে।' বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো. ফয়জুল হক বলেন, 'বিতর্ক মানুষকে সুন্দরের দিকে বিকশিত করে।'

আরও বক্তব্য দেন বিচারকের দায়িত্ব পালনকারী মোকাদ্দেস বাবুল, নাট্যকর্মী রজতকান্তি গুপ্ত প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন সিলেট বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী মাহবুব পলাশ।

উৎসবে অংশ নিয়ে ছাতকের চন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী কঙ্কণ আচার্য খুবই খুশি। সে বলে, 'জীবনে চলার পথে বিতর্ক ও যুক্তিই সব সমাধান বাতলে দিতে পারে।' স্কলার্সহোমের নবম শ্রেণীর ছাত্রী নুজহাত তাবাসুম বলে, 'মফস্বলেও যে এত ভালো বিতার্কিক রয়েছে, উৎসবে না এলে তা বুঝতে পারতাম না।' অর্পিতা মজুমদার বলে, তার স্বপ্ন বিদ্যালয়ে ভালো বিতর্ক দল তৈরি করা।

উৎসবে সিলেট, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জের ছয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো সিলেটের স্কলার্সহোম, সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বর্ডার গার্ড পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, পুলিশ লাইনস উচ্চবিদ্যালয়; সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার চন্দ্রনাথ বালিকা উচ্চবিদ্যালয় এবং মৌলভীবাজারের দি ফ্লাওয়ার্স কেজি অ্যান্ড হাইস্কুল।